

কালরাত্রি ২৬শে মার্চ

পূবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল,
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল,
কদম-কেয়া, শাপলা-শালুক, দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল,

পাক নামে এক অশ্বভিষ দেশ বানাবার হাঁক ছিল,
ওরা যতই ভরা পেটে আনন্দে গান গাচ্ছিল,
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পূর্বের ফুটপাত ছিল,
ওদের পকেট ভরল যত, এদের ততই কম ছিল,
চিন্তা-কথা-কাজে যে তার ষোল আনাই ছল ছিল,

একাত্তরের বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল,
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি ঝরছিল,
লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা মা, ধর্ষিতা বোন কাঁদছিল,
এ কর্মকেই জামাত “ইবাদত” যে মনে করছিল,

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,

এসব মীরজাফরের প্রতি খোদার অভিশাপ ছিল,
বিশাল বিপুল তূর্য্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল,
জাতির মাথায় সোনার মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল,
জন্ম-সুখের উৎসবে দেশ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল,

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,

আকাশ ছোঁয়া দৃষ্ট জাতি, বিজয়ের সেই উল্লাসে,

ফতেমোল্লা

৭ ই মার্চ, ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)।

চাষী, কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি সেথায় বেশ ছিল।
লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।
জামাত নামে ওৎ পাতা এক কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।
এরা ততই জীর্ণ-শীর্ণ, খুদ ও কুঁড়ো খাচ্ছিল।
অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।
প্রতিবাদের মিছিল হলেই অস্ত্র হাতে যম ছিল।
ইসলামি ভেক-এর আড়ালে অস্ত্রসজ্জা চলছিল।

আকাশ জুড়ে জামাত-নাপাক কালশকুনী উড়ছিল।
নিরপরাধ লক্ষ মানুষ গুলি খেয়ে মরছিল।
চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আত্ননাদ ছিল।
“নামাজ” পড়ে হত্যা, হত্যা করে “নামাজ” পড়ছিল।

কেয়ামতেই দেশের স্বাধীনতার নেয়ামত ছিল।

সেই সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।
বিস্ময়ে সব বিশ্ববাসী মুগ্ধ চোখে দেখছিল।
তাজের হাতেই স্বাধীনতার প্রলয় শংখ বাজছিল।
ষোলই ডিসেম্বর সুদূরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

কেয়ামতের শেষে জামাত-নাপাক নাকে খৎ ছিল।

অভ্রভেদী সে জাতকে আজ দেখলে চোখে জল আসে।